গাংনীতে আজো শুরু হয়নি সরকারি ভাবে গম ক্রয়

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা জটিলতার অজুহাতে আজো শুরু করা হয়নি সরকাররি ভাবে গম ক্রয়। এতে করে চাষিরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকেই প্রয়োজনে খোলা বাজারে গম বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বলছে অনতিবিলম্বে এ কার্যক্রম শুরু হবে।

জানা গেছে, গত ৬ মে এ উপজেলা গম ক্রয় শুরু হয়। ১৮৪৬ মেট্রিকটন লক্ষ্য মাত্রা গম ক্রয় শুরু করা হলেও মাত্র ১৩ টন গম ক্রয় করার পরপরই হঠাৎ ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করেন উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয়ভাবে কৃষকদের তালিকা সংশোধন ও ত্রুটি রয়েছে বলে জনৈক আকরামুৃল হক একটি আবেদন করলে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রেখে তালিকা সংশোধনের জন্য কৃষি অফিসকে আদেশ দেন। প্রথম পর্যায়ে কৃষি অফিস শুধু সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে আগ্রহী ২১৯৫ জনের তালিকা প্রদান করলেও পরবর্তীতে ৬০৪২ জনের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য অফিসে প্রদান করা হয় পহেলা জুন।

গাংনী উপজেলা ওসিএলএসডি মতিয়ার রহমান জানান, কৃষি অফিস প্রথমে যে তালিকা প্রদান করে সে অনুযায়ি প্রতিজন কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ তিন টন গম ক্রয় করা যাবে মর্মে গম ক্রয় শুরু করা হয়। কিন্তু একটি আবেদনের কারণে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রাখে। পরে কৃষি অফিস তালিকা সংশোধন করে পহেলা জুন অত্র অফিসে প্রেরণ করেন। তালিকা প্রস্তুত করতে দেরী হওয়ায় গম ক্রয় কার্যক্রম দেরিতে শুরু করতে হচ্ছে।

একটি সুত্র জানায়, প্রতি বছরই চাষিদের নামের তালিকা করতে দেরী হয় এবং গম ক্রয় করতেও বিলম্ব ঘটে। ফলে চাষিরা গম বাইরে বিক্রি করায় সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে পারে না। এতে করে চাষিদের কার্ডের বিপরীতে ব্যবসায়িরা গম বিক্রি করে। তাছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক দন্দের কারনেও গম ক্রয় দেরি হয় । ফলে যে সময় চাষিরা গম বিক্রি করে থাকেন তখন সরকারি ভাবে গম ক্রয় করা হয়না। স্থানীয় চাষীদের গম ফুরিয়ে যাবার পর গম ক্রয় শুরু হলে প্রকৃত গম চাষিরা গম বিক্রি থেকে বঞ্চিত হয় বলে জানান অনেকেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, প্রথমে যারা গম বিক্রিতে আগ্রহী শুধু তাদের নামটি তালিকা করে প্রদান করা হয়েছিল। পরে উপজেলা প্রশাসন থেকে সকল গম চাষির তালিকা দিতে বলা হলে নতুন করে তালিকা করা হয়। এজন্য একটু দেরী হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাইরে বাজার দর আর সরকারী দর একই ফলে অনেকেই সরকারী গুদামে গম বিক্রির অপেক্ষা না করেই বাইরে গম বিক্রি করছে। এখন অনেক কৃষকেরই ঘরে গম নেই। করোনা পরিস্থিতির কারনে এবছর গম ক্রয় বিলম্ব হয়েছে বলে দাবী কৃষি অফিসের।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় ইতোমধ্যে লটারী করে কৃষক বাছাই করা হয়েছে। তাড়াতাড়িই শুরু করা হবে গম ক্রয়।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া রাস্তায় হাঁটুপানি, জনদুর্ভোগ চরমে

অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ ও রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টি হলেই জমে যায় হাঁটুপানি। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই সমস্যা বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ করে ও সুরাহা হয়নি। গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা ভেঙে খাড়া-খন্দে পরিণত হয়েছে।

এসব খাড়া-খন্দে অল্প বৃষ্টির হলেই জমে ওঠে হাঁটুপানি। স্থানীয়দের অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি ঘর নির্মাণ ও রাস্তার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই কয়েকদিন যাবত দূর্ভোগে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথযাত্রীরা। বিভিন্ন সময় এলাকাবাসী বিভিন্ন মহলের কাছে যোগাযোগ করেও দীর্ঘদিনের এই সমস্যা আজও কোনো সমাধান পাইনি বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। জলাবদ্ধতায় এলাকার কাঁচা ঘরবাড়ি সহ একটি মসজিদ ভাঙ্গন ধরেছে।

নামাজের সময় এলাকার মুসল্লীরা মসজিদে যেতে পারছে না। জলাবদ্ধতা

নিরসনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে পানি নিষ্কাশনের সুযোগ তৈরি করতে পারলে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ কমবে বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী সহ এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, আমি উর্ধতন কর্মকর্তা দের সাথে কথা বলে ড্রেনেজের ব্যাবস্থা করার চেস্টা করবো। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা এলজিইডি অফিসে যোগাযোগ করা হলে এলাকাবাসীকে একটি আবেদন করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ গোলাপ আলী মিয়া।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ইয়ানুর রহমান জানান, জলাবদ্ধতা মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি হলে এলাকাবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করা হবে।

গাংনীর সহড়াতলা সীমান্ত থেকে ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সীমান্তের সাজিপাড়া মোড় এলাকা থেকে ১৯ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে বিজিবি।

শনিবার দুপুরে সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্প এর হাবিলদার কামরুজ্জামান একটি টহল দল নিয়ে সাজিপাড়া পৌছালে চোরা কারবারিরা একটি বস্তা ফেলে পালিয়ে যায়। এসময় বস্তাটি তল্লাশী করে ১৯ বোতল ভারতীয় বেঙ্গল টাইগার নামক মদ উদ্ধার করা হয়।

সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্প হাবিলদার কামরুজ্জামান জানান, মাঠের মধ্যে মদ উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু পাট বড় হয়ে যাওয়ার কারনে মাদক পাচারকারীদের আটক সম্ভব হয়নি। বিজিবি’র টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা পালিয়ে যায়।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধন এর ত্রাণ বিতরণ

করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া দুস্থদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে গাংনী উপজেলা ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বন্ধন।

শনিবার দুপুরে সংগঠনের পরিচালক আব্দুস ছামাদ সোহাগের নিদের্শনায় গাংনী প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এ ত্রাণ বিতরন করা হয় । ত্রাণের মধ্যে রয়েছে এক মাসের জন্য চাল, ডাল, তেল, আটা ও সবজি।

সংগঠনের মডারেটর শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব সম্পাদক মাহাবুব আলম। এসময় সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ওয়ালিদ আল জাবের প্লাবন, আবির হামজা রবিন ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের পরিচালক আব্দুস ছামাদ সোহাগ জানান, করোনার কারণে অনেক খেটে খাওয়া দুস্থ ও অসহায় লোকজন কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ সংগঠনটি অসহায়দের পাশে এসে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছে। এরই ধারা বাহিকতায় এ ত্রাণ বিতরন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে ডিসির উপহার

কুষ্টিয়া করোনা আক্রান্ত আইসোলেশনে থাকার রোগীদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিলো জেলা প্রশাসকের উপহার সামগ্রী।

উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল ১৪ দিনের জন্য চাল, ডাল, লবণ, চিনি, চিনি, তেল, চিড়া, নুডুলস ও ফলমূলসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী।

শুক্রবার বিকালে জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী

গাংনী পৌর এলাকার সড়কে হাটু কাঁদায় বেহাল দশা

২ এর ২
ছবি-১
মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের মুছা বাড়ীর পাশ দিয়ে মাদিয়ার বিলে যায় রাস্তাটি। এই রাস্তা দিয়ে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের শত শত কৃষকরা মাদিয়ার বিলে হাজার হাজার বিঘা জমি চাষাাবাদ করেন স্থানীয় কৃষকরা। মাত্র কয়েক’শ ফুট রাস্তার জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্ছা দিতে হয় এই গ্রামের অসহায় কৃষকদের।

মৃত খয়রুদ্দীনের ছেলে নফিজদ্দীন জানান, আমরা খুব বিপদের মধ্য আছি মাদিয়ার বিলে যায় একটি মাত্র রাস্তা তাও আবার হাটু কাঁদা।
মৃত আব্দুল কুদ্দসের ছেলে রহিদুল ইসলাম জানান, বসবাস করি পৌরসভায় কিন্ত চলাফেরা রাস্তায় এক হাটু কাঁদা দেখা কেও নেই বছরের পর বছর কোন উন্নয়ন হয়নি এই রাস্তাটি।

রেজাউল হকের ছেলে ছানোয়ার হোসেন জানান, কয়েক শত ফুট রাস্তা জন্য বছরের হাজার হাজার টাকা ক্ষতি দিয়ে হয় প্রতি কৃষক কে কারন এই কাঁদা ২শত টাকা গাড়ী ভাড়া ৪ শত টাকা দিয়া লাগে গরীবদের কেও নেই তাহলে পৌরসভার রাস্তা এই হাল হয়।

মোবারক হোসেনের ছেলে আব্দুল হান্নান জানান, এই রাস্তা দিয়ে মাদিয়ার মাঠে শত শত কৃষক আবাদ করে তাই কয়েক শত ফুট রাস্তা কৃষকদের গলার কাঁটা হয়ে গেছে তাই আমার অনুরোধ পৌরকর্তৃপক্ষ রাস্তাটি করে দেন তাহলে আমরা উপকৃত হতাম।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউস্লিলর মিজানুর রহমান (মদন) মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, আমি নির্বাচিত হওয়ার আগে এই রাস্তা লক্ষ লক্ষ টাকা লুটপাট হয়েছে। বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনে একটি মামলা চলমান বর্তমান রাস্তাটি অবস্থা খুব খারাপ আমি চেষ্টা করিতেছি তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য।

করোনা নিয়ন্ত্রণে মডেল হতে পারে মেহেরপুর

দেশ জুড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে সংক্রমনের সংখ্যা। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃতের সংখ্যাও। গতকাল শুক্রবারও সারা দেশে ২ হাজার ৮’শ২৮ জন নতুন করে সনাক্ত হয়েছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে ৩০ জন। গত ৮ মার্চ দেশে করোনা রোগ সনাক্ত হয়। গতকাল পর্যন্ত দেশে ৮১১ জন করোনা আক্রান্ত মৃত্যুবরণ করেছেন, আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ হাজার হাজার ৩৯১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৮০৪ জন।

তবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুরে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে করোনা ভাইরাস। ৮ লক্ষ মানুষের এ জেলায় এ পর্যন্ত ২৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ জন, সুস্থ হয়েছেন ৬ জন এবং বর্তমানের ১৮ জন চিকিৎসাধীন থাকলেও তারা সকলেই ভাল রয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বর্তমানে মেহেরপুর সদরে ৯জন ও গাংনী উপজেলায় ৯জন মোট ১৮ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন আছে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে।

তবে জেলাকে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দুটি জেলার প্রবেশমুখে তল্লাশি চৌকি আরো জোরদার করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রাণÍ থেকে আসা মানুষদের সনাক্তের মাধ্যমে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রেও প্রশাসনকে আরো কঠোর হতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিভিন্ন জনেরা।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, সর্বশেষ গত ৩১মে ১টি পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়। ৫দিন অবিবাহিত হলেও নতুন কোন পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। প্রাপ্ত রিপোর্টের সব গুলোই নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে ১হাজার ১শ ২৮টি রিপোর্ট আসে। তার মধ্যে ১হাজার ১শ ২ জন নেগেটিভ।
এভাবেই প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখে সামাজিক দুরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে পারলে করোনা মহামারী থেকে মেহেরপুরকে রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী

অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম। করোনা আক্রান্ত এলাকা থেকেই লোকজন এসে মূলত আমাদের মেহেরপুরে করোনাভাইরাস অল্প হলেও ছড়িয়েছে। সে ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কর্মিরা প্রশাসনকে এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেছে। সেই সাথে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের নিয়মিত মনিটরিং করে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই মোতাবেক প্রশাসনের কর্মকান্ডের ফলে আমরা অন্য জেলার তুলনায় করোনা প্রতিরোধে অনেকটাই সফল। এই ধারাবাহিকতা বিগত কয়েকদিনে আমাদেরর নতুন করে কোন করোনা রোগী আক্রান্ত হয়নি। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে প্রশাসন, গণমাধ্যম কর্মিদের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে সাধারণ জনগনকে আরও সচেতন হতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকল কার্যক্রম করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম বলেন, আমাদের মেহেরপুরে এখনো পর্যন্ত অন্য জেলার তুলনায় করোনার প্রাদুর্ভাব অনেক কম। মহামারী আকার ধারণ করার আগেই আমাদের আরও কঠোর হতে হবে। অদৃশ্য শত্রু করোনার যেহেতু এখনও ধন্বন্তরি কোন ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই সচেতনতায় করোনা প্রতিরোধের প্রতিষেধক। মেহেরপুরের মুল চালিকাশক্তি কৃষি। জেলায় করোনার মহামড়কের আগে এখনিই কারফিউ দিয়ে কৃষি ও কৃষককে বাচাতে হবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল-আমিন ধুমকেতু বলেন, অন্য জেলার তুলনায় দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের জেলা মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কম। সেক্ষেত্রে করোনার প্রাদুর্ভাব মেহেরপুরে যাতে বৃদ্ধি না পায় সেজন্য আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। প্রথমত যারা করোনা পজিটিভ হবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক আইসুলেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে আইসুলেশনে থাকলে অনেক সময় তার পরিবারের লোকজন আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইতিমধ্যে সাহারবাটি গ্রামের এক করোনা পজিটিভ ব্যক্তির দেখভাল করতে গিয়ে তার পরিবারের একজন আক্রান্ত হয়েছে। আমরা জানি গণপরিবহন চালু হয়েছে। সারা দেশের সাথে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা পূনরায় চালু হলো। এক্ষেত্রে গণ-পরিবহনগুলোতে কড়া নজরদারি দিতে হবে। শতভাগ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মেহেরপুর শহরের কাঁচাবাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে মেহেরপুর হোটেল বাজার ও বড় বাজারের কাচা বাজার

ম্যাধমে অর্থ প্রেরন করা হয়েছে। এছাড়াও সীমিত আকারে সব প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে তিন শিফটে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে যাতে দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো পরিচালনা হয় সে দিকে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে জরিমানার আওতায় এনে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষের ভিতর স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ধিরে ধিরে এটি অভ্যাসে পরিনত হচ্ছে। এছাড়াও আমরা মেহেরপুরের প্রবেশ মুখে কঠোর নজরদারি রেখেছি।

আলমডাঙ্গায় ঢাকা ফেরত আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় আরো পাঁচ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিসিআর ল্যাব থেকে পজেটিভ রিপোর্ট আলমডাঙ্গায় আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৪ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, তিনদিন আগে এদের নমূনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। গতকাল তাদের করোনা পজেটিভ এসেছে। তাদের প্রত্যককে স্ব স্ব বাড়িতে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, করোনা আক্রান্তরা হলেন বাড়াদি গ্রামের একজন, পোয়ামারি গ্রামের একই পরিবারের তিনজন ও ভাংবাড়িয়া গ্রামের একজন। তারা প্রত্যেকে সম্প্রতি ঢাকা থেকে করোনার উপসর্গ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আলমডাঙ্গায় পাইপ দিয়ে পিটিয়ে দুই যুবককে রক্তাক্ত জখম

আলমডাঙ্গায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দুই যুবককে বেদম পিটিয়ে রক্তাক্ত আহত করেছে অপর কিছু যুবক। জিআই পাইপ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। গতকাল সন্ধ্যার আগে শহরের আনন্দধাম ব্রীজের নিচে ওই ঘটনা ঘটে।

আহত তপু পৌর শহরের থানাপাড়ার দীপকের ছেলে এবং সোহাগ গোবিন্দপুর মাঠপাড়ার ইউনিুস আলীর ছেলে। সোহাগকে ফাতেমা ক্লিনিকে এবং তপুকে হারদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত সোহাগ জানায়, গোবিন্দপুর গ্রামের দুই যুবক থানা পাড়ায় এসে মেয়েদের উত্যক্ত করত। এই ঘটনায় ঈদের ক’দিন আগে থানাপাড়ার তপুর বন্ধুরা মিলে ওই দুই যুবককে চড়থাপ্পড় মারে। ওইদিন রাত ১০টার দিকে থানাপাড়া ও গোবিন্দপুরের ছেলেদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আজকের পিটিয়ে আহত করার ঘটনা তারই জের বলে জানা গেছে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, যুবকদের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। কারা মারামারি করেছে পুলিশ তাদের খুঁজছে। তবে এখনও থানায় অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে তিনি জানান।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ আটক দুই

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দেড় কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ বলেছে, গত বুধবার দিনগত রাতে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই কামরুল হাসান ও এএসআই মসলেম উদ্দীন দামুড়হুদা-কার্পাসডাঙ্গা সড়কে টহল ডিউটি করছিলেন।

রাত ১০ টার দিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকা থেকে দামুড়হুদা অভিমুখে আসা একটি চলন্ত আলমসাধুর গতিরোধ করা হয়।

এ সময় আলমসাধুতে থাকা দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরথপুর গ্রামের গাজিউর রহমানের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী আশাদুল ইসলাম আশা (৪০) এবং একই উপজেলার সুবলপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে আমির হামজার (৩০) কাছ থেকে পলিথিনে মুড়ানো অবস্থায় দেড় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।